শ্রুতিনাটকের নন্দনতত্ত্ব

অমল রায়

কোনো ব্যক্তির বা কোনো গোষ্ঠীর, এমন কি কোনো দলেরও ব্যক্তিগত/গোষ্ঠীগত/দলীয় ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর ইতিহাসের যেমন গতি-প্রকৃতি নির্ভর করে না, ইতিহাসের একটি নিজস্ব গতিপথ আছে, তেমনটিই সত্য নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রেও। নন্দনতত্ত্বের পন্ডিতরা যাকে স্বীকৃতি দেবেন, কেবল সেই শিল্প মাধ্যমটিই টিকে থাকবে এবং যাকে তাঁরা পাশমার্ক দেবেন না, তা অবলুপ্তির আঁধারে হারিয়ে যাবে-এমন ঘটনা কদাপি ঘটে নি, ঘটে না। সভ্যতার বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে নতুন নতুন শিল্প আঙ্গিক জন্ম নিয়েছে সময়ের নিজস্ব চাহিদার ভূমিতে। নন্দনতত্ত্বের পন্ডিতরা এগুলি সৃষ্টি করেন নি। সৃষ্টি করেছেন সৃজনশীল মানুষেরা। তাঁরাই নির্মাণ করেছেন আঙ্গিকটির পরিকাঠামো, কখনো সচেতনভাবে, কখনো বা অচেতন ভাবে। তাঁদের নির্মানকার্যটি সমাপ্ত হ'লে তখন দেখা গেছে পন্ডিতরা তাকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, ব্যাখা দিচ্ছেন, নানা ধরনের তাৎপর্য আবিষ্কার করছেন ইত্যাদি।

নাট্যতাত্ত্বিক ডঃ দিলীপ কুমার মিত্রের মতে যা 'নাট্য শিল্পের নবীনতম সৃজনরূপ' সেই শ্রুতিনাটককেও নন্দনতত্ত্বের পন্ডিতরা সৃষ্টি করেন নি। বরং শু থেকেই নাট্যতত্ত্বের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বাকারেরা, ঐতিহাসিকেরা, প্রাবন্ধিকেরা, অধ্যাপকেরা, নোট-বইয়ের লেখকরা যতরকমভাবে পেরেছেন, এই নতুন নাট্যাঙ্গিকটিকে নস্যাৎ করার জন্যে কিংবা সমূলে উৎখাত করার জন্যে জোটবদ্ধ হয়েছিলেন। স্রেফ দিলীপবাবুদের মতো দু একজন ছাড়া শ্রুতি নাটকের জন্মলগ্নে কোনো প্রতিষ্ঠিত নাট্যবিদদের উৎসাহ পান নি হতভাগ্য শ্রুতিনাট্যকর্মীরা, বরং আঁতুড়ঘরেই শ্রুতিনাটককে মেরে ফেলার একটা শক্তিশালী ষড়যন্ত্র হয়েছিল।

কিন্তু আজ সে সব দিনের তর্ক বিতর্কের উত্তপ্ত স্মৃতিও ঝাপসা হয়ে গেছে। এমন কি সেই তীব্র বিরোধিতার কথা ভেবে আমাদেরও হাসি পায়। তা'বড় নাট্যতাত্ত্বিকদের সকল বিরূপতার নাকে ঝামা ঘষে দিয়ে সময় বরণ করে নিয়েছে শ্রুতিনাটক নামধেয় নব্য নাট্যরীতিটিকে। তার কারণ--শ্রুতিনাটক আকাশ থেকেপড়ে নি, কিংবা সে আগাছার মতো ভুঁইফোড়ও ছিল না। বাংলা নাট্যের সমূহ সংকটের এক সন্ধিক্ষণে সময়ের চাহিদার ভূমিতেই তার জন্ম হয়েছিল, এমন একটি আঙ্গিকের অপেক্ষায় ছিলেন নাট্যকর্মীদের কে ব্যাপক অংশ, ফলে তাঁরা সাদরে গ্রহণ করেছিলেন নন্দনতত্ত্বের পন্ডিতদের কাছে ব্রাত্য একটি নতুন নাট্যপ্রকরণকে এবং এঁদের একনিষ্ঠ চর্চা ও অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে শ্রতিনাটক খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের সূচনাটি পড়ে অনেকেরই একটি ভুল ধারণা হতে পারে যে, আমি যেন নন্দনতত্ত্বেরই বিরোধী। না, এটা সত্য নয়। যে কোনো মাধ্যমেরই কিছু অন্তর্গত শৃঙ্খলা আছে, সৃজনেরও আছে গৃহিণীপনার প্রয়োজন। নন্দনতত্ত্ব শিল্পের সেই ভেতরের শৃঙ্খলাকেই বিধিবদ্ধ করে। অনাধিকার প্রবেশের পথে সঠিকভাবেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এটা না হ'লে সব গোলে হরিবোল হয়ে যেতো। আমার বক্তব্য তাই নন্দনতত্ত্বের বিদ্ধে নয়, বরং আমি বিরোধিতা করে থাকি -- সেই সব কেতাবী ও রক্ষণশীল নন্দন তাত্ত্বিকদের, যাঁদের সমস্ত নতুনত্বেই প্রগাঢ় সন্দেহ এবং যাঁরা চর্বিতচর্বনেই নিশ্চিন্তবোধ করেন। বস্তুতঃ এই তথাকথিত নন্দনতাত্ত্বিকেরাই শ্রুতিনাটকের বিপুল বিরোধিতা করেছিলেন এবং শেষ, পর্যন্ত অত্যন্ত হাস্যকর পরাজয়ের কালিমা মেখেছিলেন।

কিন্তু এঁরাই তো সব নন। তাই নন্দন তত্ত্বের সঙ্গে শ্রুতিনাটকের কোনো বিরোধ নেই। বরং আজ সময় এসেছে শ্রুতিন

াটকের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র নন্দনতত্ত্বটিকে নির্মাণের। কেননা, শ্রুতিনাটকের জনপ্রিয়তা যত বাড়ছে, ততই অনেক নতুন নতুন প্রশ্নও উঠে আসছে, যাদের মীমাংসা করা অত্যন্ত জরী হয়ে উঠেছে। যেমন ধন - শ্রুতিনাটকে অল্পবিস্তর আলোক প্রক্ষেপণ বা মুডলাইট ব্যবহার করা হবে কিনা, প্রতীকী মঞ্চসজ্জাবা কাট আউট দেখানো হবে কিনা, কুশীলবরা হাল্কা মেক্-আপ নেবেন কিনা, চরিত্রোচিত পোশাক পরবেন কিনা, পেছনের সাদা পর্দায় স্লাইড ব্যবহার করা চলবে কিনা ইত্যাদি বহুবিধ প্রশ্নই উঠতে পারে। কেননা দুএকটি সংস্থা এসব করছেন, যাঁরা করছেন তাঁদের প্রযোজিত নাটককে শ্রুতিনাটক বলা হবে কিনা - এর মীমাংসা তো চাই।

এই অধম উল্লেখিত সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে সজোরে একটি 'না' বলেই খালাস হতে পারে। কিন্তু সেই 'না'-এর পেছনেও তো যুক্তির নিছিদ্র জাল বিস্তার করতে হবে। আর সেটাই তো করতে পারে শ্রুতিনাটকের নিজস্ব নন্দনতত্ত্ব, এমন কি আমার নেতিবাচক উত্তরকে নাকচ ক'রে দিয়ে সে উল্লেখিত সংযোজনগুলিকে শ্রুতিনাটকের পরিধিতেও নিয়ে আসতে পারে।

বস্তুতঃ নিজস্ব নন্দনতত্ত্ব ছাড়া কোনো শিল্প মাধ্যমই সাবালক হয় না, নিজের পায়ে দাঁড়ায় না। শ্রুতিনাটকের সাবালকত্বও অর্জিত হবে না তার নিজস্ব নাট্যতত্ত্ব ছাড়া। তাই যাঁরা শ্রুতিনাটককে আন্তরিকভাবে ভালোবাসেন, এই নাট্যাঙ্গিকে যাঁরা নিবেদিত প্রাণ, তাঁদের এই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে।

মনে রাখতে হবে, বৈয়াকরণেরা ভাষা তৈরী করেন না নিশ্চয়ই, কিন্তু তৈরী হওয়া ভাষার ব্যাকরণটি থাকা অত্যাবশ্যক।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com